তার পাপ ঘুচাইব, শুভাশুভ আমি নিব,
সেই যশোবন্ত সুত দাস।।'
শয্যা হ'তে উঠিলেন, দক্ষিণ পদ দিলেন,
তারকের বক্ষের উপর।
তারকে করিয়া স্থির, গোঁসাই হ'ল বাহির'
বলে 'তোর নাহি কোন ডর।।
গাত্রকন্থা শিরে লয়ে, ক্ষণে বাহিরে গিয়ে,
বসিলেন পূর্ব্বমুখ হ'য়ে।
হরিপদ ধেয়াইয়া, ক্ষণে উঠে ঝোঁক দিয়া
জলে যায় কান্থা তেয়াগিয়া।।
প্রাতঃকালে নামি' জলে পূর্ব্বমুখ হ'য়ে চলে"
ডেকে বলে 'যা রে মৃত্যুঞ্জয়।
যাও হরি দরশনে, বিলম্ব করহ কেনে,
মোর হ'রে সুখে যেন রয়।।'
মৃত্যুঞ্জয় চলে গেল, ওড়াকান্দী উতরিল,
হরিচাঁদ দরশন করি।
প্রণমিয়া শ্রীপদেতে মহাপ্রভু আজ্ঞামতে,
দেশে যাত্রা করিলেন ফিরি।।
ঈশ্বর মজুমদার, আসিয়া তাহার ঘর,
সে দিবস রহিল তথায়।
পরদিন প্রাতঃকালে, এসে মল্লকান্দি বিলে,
হীরামনে দেখিবারে পায়।।
অগাধ জলের পরে, হাঁটিয়া গমন করে,
মৃত্যুঞ্জয় তরী বেয়ে যায়।
গোস্বামীর সন্নিকটে, যবে তরী বেয়ে উঠে,
সে সময় জলে সাঁতরায়।।
নৌকা পরে রেখে ব'টে, গলেবাস করপুটে,
মৃত্যুঞ্জয় কহিছে তখন।
বলে গোস্বামীর ঠাঁই, 'মোর দেশে চল যাই,
তরী পরে করি আরোহণ।।'
হীরামন বলে 'দাদা! নিজ তরী বাহি সদা,
তরঙ্গিনী নীরে ডুবি ভাসি।
নিতে তোমাদের দেশে, ইচ্ছা যদি মনে আসে,
তবে তোমাদের নায় আসি।।'
মৃত্যুঞ্জয় হস্ত ধরি, উঠাইল যত্ন করি,
দ্রুতগতি তরী বেয়ে যায়।
মধুমতী নদী এসে, নদী মাঝখানে শেষে,
হীরামন ঝাঁপ দিতে চায়।।
কেঁদে কয় মৃত্যুঞ্জয়, নামিওনা ধরি পায়,
নামিলে পাইব কত শোক।'
প্রভু বলে 'কি বলিস্, তুইত আমারে নিস্,
আমারে ত নেয়না গোলোক।।'
মৃত্যুঞ্জয় উচাটন, গোলোক ধরে চরণ,
কাঁদিয়া কহিছে উচ্চৈঃস্বরে।
'জানিয়া আমার মন, গোঁসাই নামে এখন,
কাজ কিবা এ জীবন ধরে।।
মনে যা ভেবেছি আমি, গোঁসাই অন্তর্য্যামী,
অন্তরেতে জানিয়া সকল।
এই নদী দিয়া পাড়ি, আগে যা'ব মম বাড়ী,
বাড়ী নিব লেংটাপাগল।।
লেংটি এনে দিলে কেহ, পরিতে বলিল সেহ,
ওত কার কথা না মানিবে।
যদি লেংটী নাহি পরে, গেলে বাড়ীর ভিতরে,
মেয়েলোক দেখে লজ্জা পাবে।।
না বুঝিয়া পাই কষ্ট, হারে মোর দুরদৃষ্ট,
কর্মজালে বন্দী হইলাম।
অষ্টপাশ মুক্ত যিনি, অন্তর্য্যামী শিরোমণি,
হেনপদে পেয়ে হারা'লাম।।'
গোঁসাই কহিছে 'দাদা, হাঁদলে গাধার বাঁধা,
খাঁদা আধা দেহ নামাইয়া।
দেহ পড়ি দেহপড়ি, মাসী বাড়ী মাসী বাড়ী,
সূর্য্যমাসি আছে ডুমুরিয়া।।'
লেংটি পরি অবশেষে, সূর্য্যনারায়ণ বাসে,
গোঁসাই যাইয়া বসিলেন।